দৈনিক বাংলা

৩

তারিখ ... 11 SEP 1995 ..
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

ঢাকা বোর্ডের এসএসসির ফল

ইংরেজী ২য়পত্র নৈর্ব্যক্তিকে ৬৫ হাজার ছাত্রের নম্বরই ৩৮!

মিডিয়া সিন্ডিকেট ঃ চলতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইংরেজী নৈর্ব্যক্তিক ২য় পত্র 'খ' সেট উত্তরপত্রের ফল নির্ধারণকারী কম্পিউটারে তথ্য বিভ্রাটের কারণে এক-চতুর্থাংশ পরীক্ষার্থীর ফলে মারাত্মক বিপর্যয় ঘটেছে। ভুক্তভোগী ছাত্র-ছাত্রীরা জানায়, ওই বিষয়ে কোনও পরীক্ষার্থী ৩৮ নম্বরের বেশী নম্বর পায়নি। নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি নিয়ম

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) **ইংরেজী ২য়পত্র নৈর্ব্যক্তিকে ৬৫ হাজার ছাত্রের নম্বরই ৩৮!**

প্রবর্তনের ফলে মেধাবী ছাত্রদের রাজধানীসহ দেশের অন্যান্য ভাল কলেজে ভর্তির বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

রাজধানীর গভঃ ল্যাবরেটরী, ধানমন্ডি বয়েজ এবং গার্লস, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি, সেন্ট যোশেফ, মোহাম্মদপুর গার্লস, মনিপুর, মীরপুর, শেরে বাংলা নগর প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর হাই স্কুলসহ বিভিন্ন স্কুলে ব্যাপক অনুসন্ধানে জানা গেছে, ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র 'খ' সেটে উত্তরদানকারী কোনও পরীক্ষার্থী সর্বোচ্চ ৩৮ নম্বরের বেশী পায়নি। এর মধ্যে অকৃতকার্য এবং মেধা তালিকায় স্থান অধিকারী পরীক্ষার্থী উভয়েরই ওই বিষয়ে নম্বর ৩৮। বিগত বছরে ঢাকা বোর্ডে রেকর্ড সংখ্যক স্থান দখলকারী গভঃ ল্যাবরেটরী হাইস্কুলের ৪টি সেকশনের মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকারী ফয়সাল ইবনে রেজওয়ানুল হক অপু চলতি বছর বোর্ডে ১১তম স্থান অধিকার করা সত্ত্বেও ইংরেজী ২য় পত্রে 'খ' সেট পেয়ে ওই বিষয়ে পেয়েছে ৩৮। এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিমর্ষ হয়ে অপু জানায়, ইংরেজী নৈর্ব্যক্তিক অংশের ৫০০ প্রশ্ন আমার সম্পূর্ণ মুখস্থ। পরীক্ষা শেষে বাসায় ফিরে ৫০টি উত্তর সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছি। তবুও ২য় পত্রের ফল মাত্র ৩৮। অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে অপু আরও জানায়, ফল পেয়ে আমার বিশ্বাস হয়নি, পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছি যারাই 'খ' সেটে উত্তর দিয়েছে তাদের সবারই নম্বর ৩৮।

অপু'র পিতা রেজওয়ান আলী বলেন, আমার ছেলে বোর্ডে প্রথম হবে নিশ্চিত ছিলাম। কিন্তু না হওয়াতে মনে সন্দেহ জাগে, পরে রাজধানীর প্রায় ৫০টি স্কুলে অনুসন্ধান করে শুনি সবারই এক অবস্থা। যে ছাত্র অকৃতকার্য সে-ও একই বিষয়ে কমবেশী ৩৮ পেয়েছে। তবে ৩৮ নম্বরের বেশি কেউই পায়নি বলে তিনি জানান। স্কুলের প্রধান শিক্ষক হাবিবুল্লাহ খান বলেন, পুরো বিষয়টি আমার কাছে অবিশ্বাস্য। কোনও ক্রমেই আমাদের ছেলেরা ইংরেজি অবজেক্টিভে ৩৮ নম্বর পেতে পারে না। তিনি বলেন, নতুন পদ্ধতির ফলে নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ে খাতা দেখা বা নম্বর বিতরণে দুর্নীতির সুযোগ নেই। তবে পরীক্ষক মার্কশীটে নম্বর তুলতে কিংবা খাতা দেখার মধ্যে ভুল হলে অথবা কম্পিউটারে প্রদত্ত উত্তরপত্রের শীটে ভাঁজ থাকলে শুধুমাত্র ভুল হতে পারে। তবে অংশগ্রহণকারী এক-চতুর্থাংশের একটি বিষয়ে একই নম্বরের ফলটি নিঃসন্দেহে রহস্যজনক।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রাজধানীর ক্যাম্পাস এলাকার প্রথম শ্রেণীর একটি হাইস্কুলের ইংরেজি শিক্ষক এই প্রতিবেদককে জানান, এ বছর ফল প্রকাশের ২০/২৫ দিন আগে তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন চার বোর্ডের ফল নির্ধারণকারী কম্পিউটার সেন্টারের ঢাকা বোর্ডের কম্পিউটার সেকশন থেকে পরিচয় গোপন রেখে এক ব্যক্তি এসে ইংরেজী ২য় পত্র 'খ' সেটের সঠিক উত্তরগুলো নিয়ে যায়।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের প্রধান ডঃ শামসুল ইসলাম এ সম্পর্কে বলেন, বিষয়টি কম্পিউটারের ভুল নয়। প্রোগ্রামিং-এ ভুলের কারণে এ ধরনের বিপর্যয় ঘটা সম্ভব এবং ফলের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রোগ্রামারদের ভুলের কারণে এটা হতে পারে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বলেন, এ ধরনের ভুল সাধারণত হয় না। পরীক্ষার্থীদের নিজেদের ভুলের কারণেই এমনটি ঘটেছে। ঢাকা বোর্ডের এক-চতুর্থাংশ (প্রায় ৬৫ হাজার) ছাত্র-ছাত্রী একই ভুল করেছে-এ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দিতে পারেননি। শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে কম্পিউটারের ভুলের বিষয়টি অস্বীকার করে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমাদের কাছে কেউ অভিযোগ করেনি। অভিযোগ এলে দেখা যাবে।

এ বিষয়ে ঢাকার বেশ কয়েকটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন, প্রতিটি ছাত্রের পিছনে প্রচুর মেধা ব্যয় করে প্রচন্ড পরিশ্রমের মাধ্যমে তাদের গড়ে তুলি। বোর্ডের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উদাসীনতায় সৃষ্ট এ বিপর্যয়ের জন্য দায়ী কে হবে? নামী স্কুলের এক শিক্ষক বলেন, রাত-দিন পরিশ্রম করে একটি ছেলেকে যখন তৈরি করি তখন তাদের প্রতি আমাদের আস্থা এসে যায়। বোর্ডের কর্মকর্তাদের অবহেলা এসব সম্ভাবনাময়ী ছাত্রদের ভবিষ্যৎ অনুজ্জ্বল করে দেয়। বেশীর ভাগ প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন, অত্যন্ত ভাল মেধাবী ছাত্রদের রেজাল্ট দেখে তাঁদের নিজেদেরই মাথা হেঁট হয়ে গেছে। এ বিষয়ে অনুসন্ধানকালে রাজধানীর প্রথম শ্রেণীর স্কুলগুলোর বোর্ডে শেষ সারিতে অবস্থানকারী মেধাবী ছাত্ররা প্রতিবেদকের হাত ধরে হাউমাউ করে কেঁদে বলেন, এ মার্কস দিয়ে আমরা কি করব? ইংরেজী ২য় পত্রের অবজেকটিভের মতো সহজ বিষয়ে মাত্র ৩৮ পেয়েছি, ভাল কলেজের টিচাররা এটা বিশ্বাস করবেন? এছাড়া নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তির নিয়মের ফলে স্কুলে আমাদের চেয়ে নিচের ছাত্ররা ভাল কলেজে ভর্তি, উচ্চ শিক্ষা, বাইরে স্কলারশিপ নিয়ে পড়াশোনার সুযোগ পাবে আর আমরা এদের পিছনে থাকবো।

গভঃ ল্যাবরেটরী হাইস্কুলের ছাত্র ফয়সাল ইবনে রেজওয়ান অপু'র পিতা রেজওয়ান আলী অভিভাবকদের পক্ষ থেকে ওই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছেন। এছাড়া বিষয়টির সুষ্ঠু তদন্ত এবং প্রতিকারের দাবীতে বিষয়টির প্রতি শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করে অভিভাবকদের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে।